ভোরের কাগজ

তারিখ 15 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ভোরের কাগজ

ছাত্রদলের নেতৃত্বে আসতে বিবাহিত ও বয়স্ক ছাত্রনেতারা তৎপর

৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

গাজী সাইফুদ্দিন অভি : ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন অছাত্র, বিবাহিত ও বয়স্ক ছাত্রনেতারা। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ দখলের প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যে জোরেশোরেই তারা নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে।

বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রী তনয় তারেক রহমান বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকদের কাছে ছাত্রদলের কমিটিতে অছাত্র ও বিবাহিতদের বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও যোগ্য নেতৃত্বের কথা বললেও ছাত্রদলের অছাত্র ও বিবাহিত নেতারা তার সেই ঘোষণা উপেক্ষা করে পদ দখলের আশায় জোর গ্রুপিং-লবিং শুরু করেছেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের ১৬টি আবাসিক হলের নতুন কমিটি আজ-কালকের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে বলে ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে। ছাত্রদলের কমিটিতে পদ দখল করে ক্যাম্পাসে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ছাত্র শিবির সুকৌশলে ছাত্রদলের সঙ্গে মিশে গিয়ে হল কমিটিগুলোতে নেতৃত্ব লাভের আশায় মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র এসব তথ্য জানিয়ে বলেছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠনকে সামনে রেখে ছাত্রদলের অছাত্র, বিবাহিত ও বয়স্ক নেতারা পদ লাভের আশায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দিয়েছেন। তাদের নির্বাচনী প্রচারণার তোড়জোড় দেখে অধিকতর তরুণ নেতারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তাদের প্রশ্ন— এ ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্বের কি হবে? নতুন কমিটিতে অধিকতর যোগ্য ও তরুণ নেতৃত্ব আসবে কিনা তা নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। নেতৃত্ব নির্বাচনে তারেক রহমানের ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখতে চায় ছাত্রদলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। ইতিমধ্যে ৮৭টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৮১টির সম্মেলন শেষে নব-নির্বাচিত কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে অনেক জেলায় যোগ্য নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিবাহিত ও ছাত্রত্ব না থাকায় অনেককে নতুন কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়নি। তবে মাগুরাসহ কয়েকটি সাংগঠনিক জেলায় অছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর (উত্তর) ছাত্রদলের নব-নির্বাচিত সভাপতি জাহাঙ্গীরও বিবাহিত বলে ছাত্রদলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। এরপরেও মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দাবি, কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে অছাত্র ও বিবাহিতদের বাদ দিয়ে অধিকতর যোগ্য তরুণ নেতৃত্ব নিয়ে আসা হোক।

এদিকে ঢাকা মহানগর ছাত্রদল উত্তর ও দক্ষিণ শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে জাহাঙ্গীর হোসেন, রফিকুল আলম মজনু, ইয়াসীন এবং হাবিব কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা হতাশ হয়েছেন। মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে? মহানগর উত্তর ছাত্রদলে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসেন টিপু এবং দক্ষিণে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মিজানুর রহমান খোকনের বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন অছাত্র ও বিবাহিত নেতা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কাছে টেলিফোনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে ভোট ও দোয়া চেয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন বলে কয়েকটি জেলার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন। এছাড়া হাওয়া ভবনসহ মন্ত্রী-এমপিদের কাছেও নেতৃত্ব লাভের আশায় শুরু করেছেন জোর গ্রুপিং-লবিং। ছাত্রদল কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কমিটি কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষভোটে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ছাত্রদলের একটি সূত্র জানিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে তারেক রহমান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন বলে ছাত্রদলের শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা জানিয়েছেন।

আগামী ১৮ ডিসেম্বর কক্সবাজার জেলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রদলের ৮৬টি সাংগঠনিক জেলা শাখার সম্মেলন শেষ হবে। ঐ সম্মেলনে ছাত্রদলের ১ নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান, বিএনপি ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমানসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় সফররত সাবেক ছাত্র নেত্রবৃন্দ ও ছাত্রদল কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং সকল সাংগঠনিক জেলার নব-নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত থাকবেন। কক্সবাজারের উদ্দেশে নেতৃবৃন্দ ১৭ তারিখ ঢাকা থেকে রওনা হবেন। ১৮ তারিখ কক্সবাজার জেলার সম্মেলন শেষে ১৯ তারিখ সেন্টমার্টিন দ্বীপে সকলে অবকাশ যাপন শেষে ২০ তারিখ ঢাকায় ফিরে আসার কথা রয়েছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপে তারেক রহমান সকল জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মতামত নেবেন। কিভাবে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা যায়, কি ধরনের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসা উচিত ইত্যাদি। কাউন্সিলরদের ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব গঠন করা হবে কিনা তা ঐদিন ঘোষণা করা হবে বলে ছাত্রদল সূত্রে জানা

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ছাত্রদলের নেতৃত্বে আসতে বিবাহিত

● শেষের পাতার পর

গেছে। এদিকে ছাত্রদলের একটি সূত্র জানিয়েছে, ঐদিনই সকলের মতামত নিয়ে তারেক রহমান কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঘোষণা করে চমক সৃষ্টি করতে পারেন। আর যদি তা না হয় তাহলে ঢাকায় ফেরার পরই ছাত্রদল কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঘোষণা করা হবে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষস্থানীয় দুজন নেতার কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেতৃত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে অছাত্র, বয়স্ক ও বিবাহিতরা নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করায় তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতেই নেতৃত্বের লড়াইয়ে সীমিত থাকবেন বলে জানা গেছে। এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র নেতাদের মধ্যে বিরাজ করছে চরম হতাশা। তাদের প্রশ্ন— তাহলে আমরা যাবো কোথায়? সুতরাং মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী সকলেরই প্রাণের দাবি অছাত্র, বয়স্ক ও বিবাহিতরা যেন নেতৃত্বে না আসে। যদি এরা নেতৃত্বে আসে তাহলে ছাত্রদলে আবারো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে বলে ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের ১৬টি হল শাখার নবনির্বাচিত কমিটি ঘোষণা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। গত রাতে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শেষে আজ-কালকের মধ্যেই কমিটি ঘোষণা করার কথা রয়েছে। অপরদিকে ঢাবি ক্যাম্পাসে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে ছাত্র শিবির অবলম্বন করেছে নতুন কৌশল। তারা ছাত্রদলের সঙ্গে মিশে গিয়ে হল কমিটিতে আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ জন্য শিবির উচ্চ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে বলে ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে। কয়েকটি হলে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে ছাত্রদলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়করা জানিয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে তাদের হল কমিটিতে স্থান দেওয়া হবে না। এছাড়া যদি কেউ শিবিরের সঙ্গে জড়িত থাকে তাদেরও কমিটিতে স্থান দেওয়া হবে না। এদিকে বিভিন্ন হলের মনিটরিং কমিটি হলের সাধারণ ছাত্র ও নেতাকর্মীরা যেভাবে আহ্বায়ক কমিটিকে নেতৃত্ব নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছেন সেইভাবে কমিটি করার জন্য মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ হল কমিটিগুলোতে নিজেদের গ্রুপের কর্মীদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। যোগ্যতার থেকে যদি কে কোন গ্রুপের কর্মী এইভাবে কমিটি গঠন করা হয় তাহলে ছাত্রদলে নেতৃত্বের সঙ্কট দেখা দেবে বলে ছাত্রদলের ত্যাগী ও মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল পিন্টু-লান্টু গ্রুপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও চাঁদাবাজির কারণে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৭ নভেম্বর ছাত্রদলের পিন্টু ও লান্টু কমিটি স্থগিত ঘোষণা করেন। এর পর ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশের হামলার পর ছাত্রছাত্রীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ঢাবির উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।